

(কোনো ধরনের হেল্প ছাড়াই আমাদের নিয়মের সাথে মিল রেখে প্যাসেজটি অনুবাদের চেষ্টা করবে। এরপর দৈনিক সমকালের অনুবাদটির সাথে মিলিয়ে দেখবে)

Cambodian strongman Hun Sen's win...

Lee Morgenbesser

On December 24, 2021, Cambodian Prime Minister Hun Sen, 70, chaired a meeting of the Cambodian People's Party, which has ruled the Southeast Asian country since 1979. The meeting saw his eldest son, Hun Manet, 45, unanimously selected to be the future prime minister.

After years of speculation over the identity of the strongman's political successor, it was both an unsurprising and uninspiring choice.

A similar lack of surprise and inspiration encapsulates Cambodia's general election this past Sunday. Even by the low standards of Southeast Asia, it was one of the worst sham votes in living memory. Up against a mix of 17 emasculated, feeble and grovelling opposition parties, Hun Sen's party quickly boasted it had won in a "landslide".

The entire event amounted to nothing more than a gigantic confidence trick designed to foist a political reality on repressed citizens – formulated without their consent and enforced without their approval.

Hun Sen's transition of power to his son is now assured. The only question is when. The strongman said last week it could happen in a matters of weeks.

Preparing for a sham election

The campaign period for this year's election featured the usual dose of manipulation and misconduct – all of which was aimed at guaranteeing few, if any, surprises at the ballot box.

In May, the National Election Committee barred the leading opposition Candlelight Party from competing in the election because it had failed to provide the necessary documentation. This documentation, ironically, had been taken in a police raid years earlier.

In early June, the National Assembly amended the election law to bar non-voters from ever running for office, as well as penalise anyone who calls for election boycotts. For the fledgling opposition, boycotts were a new and desperate tactic aimed at discrediting the electoral process.

In late June, Hun Sen also had a very public spat with Meta, Facebook's parent company, after its oversight board recommended his account be suspended for threatening political opponents with violence.

And last week, the government blocked the websites of several news organisations, including Radio Free Asia. It was all just business as usual in Hun Sen's Cambodia.

The uncomfortable truth is such elections have never been more than a means for Hun Sen to hold onto power with an ever-tightening grip, as opposed to an opportunity for his opponents to ever gain power.

Since the occupying Vietnamese forces installed him as leader in January 1985, the ageing strongman has slowly but methodologically bent the political system to his will.

How do dictators stay in power?

How has he accomplished this feat over the past 38 years? Based on my research in the field of authoritarian politics, two significant factors stand out.

The first thing Hun Sen did was personalise power by following the “playbook” of other strongmen like Paul Biya in Cameroon, Saddam Hussein in Iraq and Idi Amin in Uganda. Among his actions across four decades of authoritarianism:

- he acted as a gatekeeper of the process by which people are appointed to high office
- appointed relatives to high-level posts in the party, military and government
- took control of the state security apparatus and created his own paramilitary group outside the normal chain of military command
- and monopolised the decision-making process within the ruling party, while also controlling who enters and exits its executive committee.

By 2005, Hun Sen alone had discretion over personnel policy and the distribution of rewards throughout Cambodia’s political system.

The second thing Hun Sen did was entrench a harsher form of dictatorship in Cambodia, transforming the country in recent years into a genuine one-party state. In July 2015, the government rammed through a bill designed to suppress civil society groups. The law used arcane compliance requirements related to funding,

reporting, registration and political neutrality to limit their operations.

Then, in August 2017, the Finance Ministry went after the independent English-language newspaper, The Cambodia Daily, for a decade's worth of alleged back taxes. It was merely the start of sustained campaign aimed at ridding the country of an independent media.

The Supreme Court then dissolved the Cambodia National Rescue Party, the only serious challenger to the ruling party, on the fictitious grounds it was trying to topple the government in a "colour revolution." Hun Sen has repeatedly rolled out this allegation against anyone who disagrees with him.

How does one dictator pass the reins to another?

It was against this backdrop that Hun Sen spent Sunday going through the motions of sanctioning one last sham election, at least as prime minister.

Having used his personal power to banish political opponents, monopolise the media landscape, disempower civil society organisations, crush mass protests and arbitrarily rescind the political rights and civil liberties of citizens, the path is now clear for Hun Manet to succeed him. So, what will happen next?

Leadership succession can be the Achilles heel of dictatorships. The process can sometimes encourage infighting among political elites and potentially plunge a country into chaos. The evidence suggests strongmen are more likely to give up power when they satisfy four preconditions:

- 1) **Immunity**: they can ensure legal protection for any alleged crimes committed while in office.
- 2) **Security**: they have a paramilitary force or formal position at the apex of the security apparatus.
- 3) **Wealth**: they have a stash of cash and/or a portfolio of properties to fund their retirement.
- 4) **Trust**: they appoint someone to take over who can protect their immunity, security and wealth.

Having so far satisfied all but the need for immunity, Hun Sen is now well-positioned to pass power onto his son.

Typically, when political succession occurs in dictatorships, the new strongman receives the benefit of the doubt from a slew of hopeful foreign states and optimistic foreign journalists. This comes from a place of exhaustion and exasperation: surely he can't be worse?

Hun Manet, who was trained at the United States Military Academy at West Point and received a PhD in Economics from the University of Bristol, will be yet another beneficiary of this mindset.

But like the sons of other strongmen, such as Ilham Aliyev (the son former Azerbaijani leader Heydar Aliyev), Bashar al-Assad (son of Hafez al-Assad in Syria), Joseph Kabila (son of Laurent Kabila in Congo) and Kim Jong Un (son of Kim Jong Il in North Korea), Hun Manet has been groomed in the image of his father. There is nothing to suggest Cambodia's next prime minister won't also have a sham election up his sleeve.

Source: **THE CONVERSATION**

কম্বোডিয়া

কম্বোডিয়া কর্তৃত্ববাদের আদর্শ মডেল

লি মরগেনবেসার

২০২১ সালের ২৪ ডিসেম্বর কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হন সেন তাঁর দল কম্বোডিয়ান পিপলস পার্টির একটি সভায় সভাপতিত্ব করেন। সে সভায় তাঁর বড় ছেলে হন মানেট সর্বসম্মতভাবে ভবিষ্যতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত হন। ছেলের বয়স এখন ৪৫, আর বাবার বয়স ৭০। তাদের দল ১৯৭৯ সাল থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এ দেশটি শাসন করছে।

কম্বোডিয়ার শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উত্তরসূরি কে হতে চলেছেন— বছরের পর বছর ধরে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা ছিল। অতএব দলটির ওই সিদ্ধান্তে অনুপ্রেরণা পাওয়ার যেমন কিছু নেই, তেমনি অবাধ হওয়ারও কিছু নেই। বিস্ময় এবং অনুপ্রেরণার অনুরূপ অভাব রোববার অনুষ্ঠিত কম্বোডিয়ার সাধারণ নির্বাচন নিয়েও ছিল। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নির্বাচনের নিম্নমান নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। রোববারের নির্বাচনকেও স্মরণকালের সবচেয়ে বাজে নির্বাচনের অন্যতম বলে আখ্যা দেওয়া যায়। ১৭টি মেরুদণ্ডহীন, দুর্বল ও অনুগত বিরোধী দলের বিপরীতে নির্বাচন করে তাই হন সেনের দল খুব সহজেই গর্ব করে বলে— তারা ‘ভূমিধস’ বিজয় পেয়েছে।

পুরো নির্বাচনটি নিপীড়িত নাগরিকদের ওপর রাজনৈতিক বাস্তবতা চাপিয়ে দেওয়ার কৌশল। এটা হন সেনের বিশাল আত্মবিশ্বাসের প্রদর্শনী ছাড়া আর কিছু নয়। নির্বাচন প্রক্রিয়াটি জনগণের সম্মতি ছাড়াই প্রণয়ন করা হয়েছিল এবং তাদের অনুমোদন ছাড়াই প্রয়োগ করা হয়েছিল।

হন সেনের ছেলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর এখন নিশ্চিত। একমাত্র প্রশ্ন হতে পারে, কখন তা ঘটবে। শক্তিশালী ব্যক্তিটি অবশ্য গত সপ্তাহে বলেছিলেন, এটি কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ঘটতে পারে। এই বছরের নির্বাচনে প্রচারাভিযান ছিল আগের চেয়েও অস্বাভাবিক কারচুপি এবং অসদাচরণযুক্ত, যার সব ক’টির লক্ষ্য ছিল ব্যালট বাক্সে কিছু বিস্ময়ের নিশ্চয়তা দেওয়া। মে মাসে জাতীয় নির্বাচন কমিটি নেতৃস্থানীয় বিরোধী ক্যান্ডিডেট পার্টিতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দেয়। কারণ এটি নাকি প্রয়োজনীয় নথিপত্র সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। পরিহাসজনক হলো, এসব নথিপত্র কয়েক বছর আগে একটি পুলিশ অভিযানের সময় ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

জুনের গোড়ার দিকে জাতীয় পরিষদ নির্বাচনী আইন সংশোধন করে অ-ভোটারদের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিষিদ্ধ করে। সেই সঙ্গে নির্বাচন বর্জন আহ্বানকারীকেও শাস্তির আওতায় আনে। নতুন বিরোধী শক্তির জন্য প্রহসনমূলক নির্বাচনী প্রক্রিয়া উন্মোচনের লক্ষ্যে বর্জন ছিল তাই অভিনব ও মরিয়া এক কৌশল।

জুনের শেষ দিকে ফেসবুকের মূল কোম্পানি মেটার সঙ্গে ছন সেনের প্রকাশ্য বিবাদ বাধে। কারণ মেটার তদারকি বোর্ড রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সহিংসতার হুমকি দেওয়ার অভিযোগে ছন সেনের অ্যাকাউন্ট স্থগিতের সুপারিশ করে এবং গত সপ্তাহে সরকার রেডিও ফ্রি এশিয়াসহ বেশ কয়েকটি সংবাদ সংস্থার ওয়েবসাইট ব্লক করে। ছন সেনের কন্সোডিয়ায় এটি ছিল একেবারেই সাধারণ বিষয়। তবে অস্বস্তিকর সত্য হলো, এ ধরনের নির্বাচন ছন সেনের জন্য বিরোধীদের ক্ষমতা লাভের সুযোগের বিপরীতে চিরকাল শক্ত-পোক্তভাবে ক্ষমতায় থাকার উপায়ের চেয়ে বেশি কিছু ছিল না। ১৯৮৫ সালের জানুয়ারিতে দখলদার ভিয়েতনামি বাহিনী তাঁকে নেতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পর থেকে বয়স্ক শক্তিশালী ব্যক্তিটি ধীরে ধীরে কিন্তু পদ্ধতিগতভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তাঁর ইচ্ছাপূরণের প্রক্রিয়ায় পরিণত করেন।

কীভাবে তিনি গত ৩৮ বছরে এই কীর্তি সম্পন্ন করলেন? কর্তৃত্ববাদী রাজনীতির ক্ষেত্রে আমার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে দুটি উল্লেখযোগ্য কারণ পেয়েছি। ক্যামেরুনে পল বিয়া, ইরাকে সাদ্দাম হোসেন এবং উগান্ডার ইদি আমিনের মতো অন্যান্য শক্তিশালী ব্যক্তির দেখানো পথ অনুসরণ করে ছন সেন প্রথম যে কাজটি করেন তা হলো ক্ষমতার ব্যক্তিগতকরণ। চার দশকজুড়ে কর্তৃত্ববাদ তাঁর কর্মের মধ্যে ছিল। সেই প্রক্রিয়ার একজন দারোয়ান হিসেবে কাজ করা, যার মাধ্যমে লোকেরা উচ্চ পদে নিযুক্ত হয়; দল, সামরিক বাহিনী ও সরকারের উচ্চ পর্যায়ের পদে আত্মীয়দের নিয়োগদান; রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ এবং সামরিক কমান্ডের সাধারণ চেইনের বাইরে নিজস্ব আধা-সামরিক গোষ্ঠী তৈরি; ক্ষমতাসীন দলের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ আরোপের পাশাপাশি এর কার্যনির্বাহী কমিটিতে কে ঢুকবে এবং কে তা থেকে বেরিয়ে যাবে তা নিয়ন্ত্রণ করা।

২০০৫ সাল নাগাদ কন্সোডিয়ার রাজনৈতিক ব্যবস্থায় কর্মী নিয়োগ নীতি এবং হালুয়া-রুটি বিতরণ বিষয়ে ছন সেন বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী হন। দ্বিতীয় যে কাজটি তিনি করেছেন তা হলো, কন্সোডিয়ায় কঠোর একনায়কত্ব প্রবর্তন। যার ফলস্বরূপ সাম্প্রতিক বছরগুলোতে দেশটি একটি সত্যিকারের একদলীয় রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়।

২০১৫ সালের জুলাই মাসে সরকার একটা বিল পাসের মাধ্যমে সুশীল সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠীর ওপর বাঁপিয়ে পড়ে। আইনের মাধ্যমে তাদের ক্রিয়াকলাপ সীমিত করতে তহবিল, প্রতিবেদন, নিবন্ধন এবং রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বিষয়ে অত্যাপ্য সম্মতি নেওয়ার চেষ্টা চলে। তার পর ২০১৭ সালের আগস্টে অর্থ মন্ত্রক এক দশকের কথিত বকেয়া কর আদায়ের নামে ইংরেজি ভাষার নিরপেক্ষ সংবাদপত্র দ্য কন্সোডিয়া ডেইলির পিছে লাগে। এটি ছিল কন্সোডিয়াকে স্বাধীন গণমাধ্যমমুক্ত করার লক্ষ্যে টেকসই প্রচারণার সূচনা মাত্র। তার পর সুপ্রিম কোর্ট ক্ষমতাসীন দলের

একমাত্র শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী কম্বোডিয়া ন্যাশনাল রেসকিউ পার্টিকে বিলুপ্ত করে দেন এই কাল্পনিক অভিযোগে যে, এটি ‘রঙিন বিপ্লব’-এর মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটানোর চেষ্টা করছে। যিনিই যখন ছন সেনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করেছেন, তাঁর বিরুদ্ধেই তিনি বারবার এ অভিযোগ তুলেছেন। এই পটভূমিতেই ছন সেন রোববার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেষ জাল নির্বাচন প্রক্রিয়ার অনুমোদন দিলেন।

রাজনৈতিক বিরোধীরা এখন নির্বাসনে; মিডিয়া ক্ষমতাসীনদের একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে; সুশীল সমাজের সংগঠনগুলো ক্ষমতাহীন; গণবিক্ষোভ দমিত এবং নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার ও নাগরিক স্বাধীনতা নির্বিচারে খর্বিত। অতএব ছন মানেটের জন্য ছন সেনের উত্তরাধিকারী হওয়ার পথ এখন পরিষ্কার। তো, এর পর কী হবে?

নেতৃত্ব হস্তান্তর একনায়কতন্ত্রের জন্য অ্যাকিলিস হিলও হয়ে যেতে পারে। প্রক্রিয়াটি কখনও কখনও রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে উস্কে দিতে পারে এবং সম্ভাব্যরূপে একটি দেশকে বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিমজ্জিত করতে পারে। এ বিষয়গুলো থেকে এটা বলা যায়, চারটি পূর্বশর্ত পূরণ হলে শক্তিশালীদের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়:

১) **দায়মুক্তি**, যা দায়িত্বে থাকাকালীন সংঘটিত যে কোনো অপরাধের জন্য তাদের আইনি সুরক্ষা নিশ্চিত করে;

২) **নিরাপত্তা**: নিরাপত্তা ব্যবস্থার শীর্ষ পদ দখলে কিংবা একটি আধা-সামরিক বাহিনী তৈরির মাধ্যমে তা নিশ্চিত করা;

৩) **সম্পদ**: অবসর গ্রহণের পরও তাদের কাছে প্রচুর নগদ অর্থ বা তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকে;

৪) **আস্থা**: তারা এমন কাউকে নিয়োগ করে যে তাদের দায়মুক্তি, নিরাপত্তা এবং সম্পদের প্রাচুর্য নিশ্চিত করতে পারে। এখন পর্যন্ত দায়মুক্তি ব্যতীত এ সব নিয়ে ছন সেন তাঁর ছেলের হাতে ক্ষমতা দিতে উপযুক্ত অবস্থানে রয়েছেন।

এ মুহূর্তে দায়মুক্তির অবশ্য প্রয়োজনও নেই। সাধারণত, যখন একনায়কতন্ত্র রাজনৈতিক উত্তরাধিকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর হয়, তখন নতুন শক্তিশালী ব্যক্তি বিদেশি রাষ্ট্র ও সাংবাদিকদের কাছ থেকে এক ধরনের সুবিধা পান এ আশায়: নিশ্চয় তিনি আগের জনের চেয়ে খারাপ হতে পারেন না। ছন মানেটও হয়তো, যিনি ওয়েস্ট পয়েন্টে ইউনাইটেড স্টেটস মিলিটারি একাডেমিতে প্রশিক্ষিত; ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতিতে পিএইচডি পেয়েছেন, এ সুবিধা পাবেন। তবে ইলহাম আলিয়েভ (সাবেক আজারবাইজানীয় নেতা হায়দার আলিয়েভের ছেলে), বাশার আল-আসাদ (সিরিয়ায় হাফেজ আল-আসাদের ছেলে), জোসেফ কাবিলা (কঙ্গোতে লরেন্ট কাবিলার ছেলে) এবং কিম জং উনের (উত্তর কোরিয়ায় কিম জং ইলের ছেলে) মতো অন্য শক্তিশালীদের ছেলেদের অনুরূপ; ছন মানেট তাঁর পিতার বর পেয়েছেন। অতএব কম্বোডিয়ার পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীর আস্তিনে কোনো জাল নির্বাচন নেই— এমনটা মনে করার কোনো কারণ নেই।

(দি কনভারসেশন থেকে নেয়া এই কলামটি দৈনিক সমকাল অনুবাদ করে ছেপেছে।)